

ইসলামিক আলো

রমজান মাসের ৩০ আমল

লিখেছেন: হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল | সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

بعد أما أجمعين وأصحابه وآله محمد المرسلين سيد على والسلام قوالصلا العالمين رب الله الحمد

রমাদান মাস আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নিয়ামাত। সাওয়াব অর্জন করার মৌসুম। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রহমাত, বরকত ও নাজাতের মাস-রমাদান মাস।

আলকুরআনে এসেছে,

[البقرة: ১৮৫] (وَالْفُرْقَانِ الْهُدَىٰ مِّنْ وَيَبِّتَ لِلنَّاسِ هُدًى فُزَّعَانُ ۚ فِيهِ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ رَّمَضَانَ شَهْرُ)

“রমাদান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে” [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

রমাদান মাসের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَنُفِّلُ الْجَحِيمَ أَبْوَابَ فِيهِ وَتُعَلَّقُ السَّمَاءُ أَبْوَابَ فِيهِ تَفْتَحُ صِيَامَهُ عَلَيْكُمْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ قَرْضَ مُبَارَكٍ شَهْرَ رَمَضَانَ أَتَاكُمْ»
«حُرْمَ قَدْ خَيْرُهَا حُرْمَ مِنْ شَهْرٍ أَقْبَ مِنْ خَيْرِ لَيْلَةٍ فِيهِ لِلَّهِ الشَّيَاطِينُ مَرْدَةٌ فِيهِ»

“রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)” [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]

এ মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। নিম্নে রমাদান মাসের আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। **তবে এ আমলগুলো করার জন্য শর্ত হলো:**

ইসলামিক আলো

এক. ইখলাস অর্থাৎ “একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যে আমল করা। সুতরাং যে আমল হবে টাকা উপার্জনের জন্য, নেতৃত্ব অর্জনের জন্য ও সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্যে সে আমলে ইখলাস থাকবে না অর্থাৎ এসব ইবাদাত বা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না বরং তা ছোট শিকেরে রূপান্তরিত হতে পারে। আল-কুরআনে এসেছে,

[البينة: ٥] (خُنْفَاءَ الَّذِينَ لَهُ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا مَّرْوًا وَمَا)

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্যে দীনকে একনিষ্ঠ করে” [সূরা আল-বাইয়েনাহ : ৫]

দুই. ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল ইবাদাতের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কারণ, ইবাদাত হচ্ছে তাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

[الحشر: ৭] (٧ الْعِقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَنفَعُوا فَاَتَتْهُوَ عَذَابُهُ نَهْلَكُمْ وَمَا فَخْتُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَاكُمْ وَمَا)

‘এবং রাসূল তোমাদের জন্যে যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও’ [সূরা হাশর: ৭]

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« رَدُّ فَهُوَ أَمْرٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلًا عَمِلَ مَنْ ».

“যে এমন ইবাদত করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য হবে”। [সহীহ মুসলিম : ৪৫৯০]

রমাদান মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো হলো-

[১] সিয়াম পালন করাঃ

ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

ইসলামিক আলো

[১৮০: البقرة] (فَلْيَصُفِّهُ لَشَهْرًا مِنْكُمْ شَهْرًا)

“সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে” [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« تَبِيَهُ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَهُ غُفِرَ سَابِقُ إِيمَانًا رَمَضَانَ صَامَ مَنْ »

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে” [সহীহ বুখারী : ২০১৪]

« خُرِيفًا سَبْعِينَ النَّارِ عَنْ وَجْهِهِ بِرِثْلِكَ اللَّهُ بِأَعْدِلَ اللَّهُ سَبْعِينَ فِي يَوْمًا يَصُومُ عَبْدٌ مِنْ مَا »

“যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন”। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

[২] সময় মত সালাত আদায় করা

সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময় মত নামায আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

[১০৩: النساء] (۱۰۳ مَوْذُونًا كِتَابًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَانَتْ الصَّلَاةُ نِ)

‘নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’ [সূরা নিসা : ১০৩]

এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

« مَوَاقِيتُهَا عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ الْجَنَّةُ لِي أَقْرَبُ الْأَعْمَالِ أَيُّ اللَّهِ نَبِيَّ يَأْقُتُ قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ »

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী? তিনি বললেন, সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসলিম : ২৬৩]

ইসলামিক আলো

[৩] সহীহভাবে কুরআন শেখা

রমাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কুরআন শেখা। আর কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে,

(۱: العلق) ۱ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَرَبُّكَ بِمَا تَعْمَلُ بَصِيرٌ)

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন” [সূরা আলাক : ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

«وَأَتَدُّهُ ، الْقُرْآنَ لِمَوَاتَةٍ»

“তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর” [মুসনাদ আলজামি : ৯৮৯০]

[৪] অপরকে কুরআন পড়া শেখানো

রমাদান মাস অপরকে কুরআন শেখানোর উত্তম সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ تَعْلَمَ مِنْ خَيْرِكُمْ»

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়”
[সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]

«تَلَيْتُ مَا تَوَابَهَا لَهُ كَانَ ، وَجَلَّ عَزَّ لَهُ الْكِتَابُ مِنْ آيَةٍ عَلَّمَ مَنْ»

‘যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সাওয়াব সে পাবে’ [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবুবিয়াহ : ০৭]

[৫] সাহরী খাওয়া

সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে এসেছে,

ইসলামিক আলো

« الْمُسْحَرِينَ عَلَىٰ يُصَلُّونَ وَمَلَأْنَاهُ اللَّهُ فَإِنَّ ، مَاءٍ مِنْ جَرَّةٍ أَحَدُكُمْ يَجْرَعُ أَنْ وَلَوْ ، تَدْعُوهُ فَلَا بَرَكَاتٍ كَلَّةُ السُّحُورِ »

“সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন” [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

[৬] সালাতুত তারাবীহ পড়া

সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাসের অন্যতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক আদায় করতে হবে। হাদীসে এসেছে,

«تُبَيِّرُهُ مَنْ تَقَدَّمَ مَالُهُ غُفِرَ وَاحْتِسَابًا إِيْمَانًا رَمَضَانَ قَامَ مَنْ»

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’ [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে,

«ذِيْلَةَ قِيَامٍ لَهُ كُتِبَ يُنْصَرَفُ حَتَّى الْإِمَامُ مَعَ قَامَ مَنْ إِيْنَهُ»

“যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে” [সুনান আবু দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]।

তারাবীর রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

1. <http://islamqa.info/bn/9036>
2. <http://islamqa.info/en/82152>
3. <http://islamqa.info/en/38021>

[৭] বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা

এটি কুরআনের মাস। তাই এ মাসে অন্যতম কাজ হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«حَرْفٌ وَلَا مِ حَرْفٌ أَلِفٌ وَلِإِنْ ، حَرْفٌ الْمَقُولُ لَا ، أَمَّا لِيَهَابِ عَشْرٌ وَالْحَسَنَةُ ، حَسَنَةٌ بِهِ قَلَّةٌ اللَّهُ كِتَابٌ مِنْ حَرْفًا قَرَأَ مَنْ»
«حَرْفٌ وَمِمْ»

ইসলামিক আলো

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ” [সুনান আত-তিরমিযী: ২৯১০, সহীহ]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদান ব্যতীত কোন মাসে এত বেশি তিলাওয়াত করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَمِلًا شَهْرًا صَامَ وَلَا لَصُبْحٍ إِلَّا لِيْلَةٍ صَلَّى وَلَا لِيْلَةٍ فِي كُلِّهِ الْقُرْآنَ قَرَأَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَبَرَّأَ غُلْمٌ وَلَا «رَمَضَانَ غَيْرَ».

“রমাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখি নি” [সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]।

[৮] শুকরিয়া আদায় করা

রমাদান মাস পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সেজন্য আল্লাহ তা‘আলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং আগামী রমাদান পাওয়ার জন্য তাওফীক কামনা করা। রমাদান সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

[البقرة: ১৮০] (۱۸۰ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَذَا مِمَّا عَلَى اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِذَّةَ وَلِتُكْمِلُوا)

“আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।” [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

[ابراهيم: ৭] (۷ لَشَدِيدِ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَنْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَنْ رُبُّكُمْ تَائِنٌ ذَاوِ)

“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন।’” [সূরা ইবরাহীম : ৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করে বলতেন

ইসলামিক আলো

« حَالٌ كُلُّ عَلَى اللَّهِ الْحَمْدُ »

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য [সুনান আত-তিরমিযী : ২৭৩৮]

[৯] কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা

এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« دَلِيلَةٌ كُلُّ وَتِلْكَ النَّارُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَأَقْصِرُ الشَّرَّ بَاغِي وَيَأْ قِيلُ الْخَيْرِ بَاغِي يَا مُنَادٍ وَيُنَادِي »

“এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন” [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]

[১০] সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া

রমাদান মাস ছাড়াও সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে বিরাট সাওয়াব এবং মর্যাদা রয়েছে। রমাদানের কারণে আরো বেশি ফজিলত রয়েছে। যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতে হয় সেজন্য রমাদান মাসে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করার বিশেষ সুযোগও রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« الدَّلِيلُ صَلَاةٌ قَرِيبَةٌ إِلَى بَعْدِ الصَّلَاةِ وَأَفْضَلُ الْمُحَرَّمَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ بَعْدَ الصَّيَامِ أَفْضَلُ »

“ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত” [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

[১১] বেশি বেশি দান-সদাকাহ করা

এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

ইসলামিক আলো

«رَمَضَانَ فِي يَكُونُ مَا أَجُودَ وَكَانَ ، بِالْخَيْرِ النَّاسِ أَجُودَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাদানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত” [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

[১২] উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা

রমাদান মাস নিজকে গঠনের মাস। এ মাসে এমন প্রশিক্ষণ নিতে হবে যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো এভাবেই পরিচালিত হয়। কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَائِمٌ امْرُؤٌ إِنِّي قَلِيلُ قَاتِلِهِ أَوْ أَحَدٌ سَابَّهَ فَإِنْ يَسْتَحِبُّ وَلَا يَوْمَنْدٍ يَرْفُثُ فَلَا أَحَدَكُمْ وَمَصَدَّ يَوْمٌ كَانَ قَادًا جَنَّةً وَالصَّيَامُ»

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশলীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে, আমি রোযাদার” [সহীহ মুসলিম : ১১৫১]

[১৩] ই'তিকাফ করা

ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইসতিগফার ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে একাকী কিছু সময় যাপন করা। এ ইবাদাতের এত মর্যাদা যে, প্রত্যেক রমাদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের শেষ দশ দিন নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ ই'তিকাফ করতেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«اعْتَكَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَدَنِيُّ الْعَامَ كَانَ قَدْ مَآ يَوْمَ عَشْرَةِ مَضَانَ كُلِّ فِي يَعْتَكِفُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ»

“প্রত্যেক রমাদানেই তিনি শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমাদানে তিনি ই'তিকাফ করেছিলেন বিশ দিন” [সহীহ আলবুখারী : ২০৪৪]। দশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নাত।

[১৪] দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করা

রমাদান মাস হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াতের সর্বোত্তম মাস। আর মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাও উত্তম কাজ। এজন্য এ মাসে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করা, কুরআন ও

ইসলামিক আলো

হাদীসের দারস প্রদান, বই বিতরণ, কুরআন বিতরণ ইত্যাদি কাজ বেশি বেশি করা।
আলকুরআনের ঘোষণা :

[৩৩: فصّل] (৩৩) الْمُتَسْلِمِينَ مِنْ إِيَّايَ وَقَالَ طَلْحًا وَعَمِلَ اللَّهُ لِي دَعَا مَمَّنْ قَوْلًا أَحْسَنُ وَمَنْ)

“ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম” [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]

হাদীসে এসেছে,

« فَأَعْلَاهُ أَجْرٌ مِثْلُ فَدَى خَيْرٍ عَلَى ذَلَّ مَنْ »

“ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে” [সুনান আত-তিরমীযি : ২৬৭০]

[১৫] সামর্থ্য থাকলে উমরা পালন করা

এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হাজ্জ আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَعِيَ حَجَّةٌ تَقْضِي رَمَضَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِنْ قَالَ».

“রমাদান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ আদায় করার সমতুল্য” [সহীহ আলবুখারী : ১৮৬৩]

[১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করা

রমাদান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল-কুরআনের ঘোষণা,

[৩: القدر] (৩) شَهْرًا أَحَبُّ مِنْ خَيْرِ الْقُرْآنِ)

“কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম” [সূরা কদর : ৪]

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَنْبِيهِ مَنْ تَقَدَّمَ مَالَهُ غُفَرَ وَاحْتِسَابًا إِيْمَانًا الْقُرْآنِ يَقُومُ مَنْ».

ইসলামিক আলো

“যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদাত করবে তাকে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে” [সহীহ আল-বুখারী : ৩৫]

এ রাত পাওয়াটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«عَمْرُوهُ فِي يَجْتَهُدُ مَا آخِرَ الْعَشْرِ فِي يَجْتَهُدُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ كَانَ».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমদানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন” [সহীহ মুসলিম : ১১৭৫]

লাইলাতুল কদরের দো‘আঃ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বলবেঃ

«عَنْيَ فَاغْفُ الْعَفْوُ تُحِبُّ كَرِيمٌ عَفْوُكَ اللَّهُمَّ»

“হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।” [সুনান আত-তিরমিযী : ৩৫১৩]

[১৭] বেশি বেশি দো‘আ ও কান্নাকাটি করা

দো‘আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দো‘আ করা ও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। হাদীসে এসেছে,

«يَذِيَّةٌ كُلَّ وَلَدِكَ النَّارِ، مِنْ عِقَاءِ فِطْرٍ كُلِّ عِنْدَ تَعَالَى لِلَّهِ إِنَّ»

“ইফতারের মূহুর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়াটি রমাদানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে” [আল জামিউস সাগীর : ৩৯৩৩]

অন্য হাদীসে এসেছে,

«مُسْتَجَابَةٌ دَعْوَةُ وَلَدِيَّةٍ يَوْمَ كُلِّ فِي مُسْلِمٍ لِكُلِّ وَلَدِيَّةٍ يَوْمَ كُلِّ فِي عِقَاءِ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ إِنَّ»

“রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা‘আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো‘আ কবুল করা হয়” [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]

ইসলামিক আলো

[১৮] ইফতার করা

সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা বিরাট ফজিলাতপূর্ণ আমল। কোন বিলম্ব না করা।
কেননা হাদীসে এসেছে,

« طَهَّورَ الْمَاءَ فَإِنَّ الْمَاءَ قَطَى الثَّمَرَ يَجِدُ لَمْ فَإِنَّ الثَّمَرَ عَلَى قَيْطَرٍ صَائِمًا أَحَدُكُمْ كَانَ إِيَّاهُ »

“যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র ” [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহীহ]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন :

« اللَّهُ شَاءَ إِنْ الْأَجْرُ وَتَبَّتِ الْعُرُوقُ وَابْتَلَّتِ الظَّمَا ذَهَبَ ».

“পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হল।”
[সুনান আবু-দাউদ: ২৩৫৯, সহীহ]

অপর বর্ণনায় যে এসেছে

« أَقْطَرْتُ رِزْقَكَ وَعَلَى صُمْتُ لَكَ اللَّهُمَّ »

“হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।” [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৮] এর সনদ দুর্বল। আমাদের উচিত সহীহ হাদীসের উপর আমল করা।

[১৯] ইফতার করানো

অপরকে ইফতার করানো একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা হাদীসে এসেছে,

« شَيْءٌ أَجُورُهُمْ مِنْ يَنْقُصَ أَنْ غَيْرَ مِنْ ، أَجْرُهُمْ مِثْلُ لَنْهُ كَانَ صَائِمًا فَطَرَّ مَنْ »

“যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না” [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]

[২০] তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা

ইসলামিক আলো

তাওবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা, গুনাহের কাজ আর না করার সিদ্ধান্ত নেয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করলে আল্লাহ খুশী হন। আল-কুরআনে এসেছে,

﴿الَّذِينَ تَخْتِهَا مِنْ تَجْرِى جَنَّتْ وَيُخْلِكُمْ بِكُمْ عَنْكُمْ يُقْرَأَنْ رَبُّكُمْ عَسَىٰ تَصُوحًا تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ تَوْبُوا ؕ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
[التحریم: ৮]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত” [সূরা আত-তাহরীম : ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« مَرَّةً مَائِلَةً لِّدِيهِ الْيَوْمَ فِي أَتَوْبَةٍ فَإِنِّي اللَّهُ لَي تَوْبُوا النَّاسُ أَيُّهَا إِي ».

“হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর আমি দিনে তাঁর নিকট একশত বারের বেশি তাওবাহ করে থাকি” [সহীহ মুসলিম : ৭০৩৪]

তবে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের জন্য উত্তম হচ্ছে, মন থেকে সাইয়েতুল ইস্তেগফার পড়া, আর তা হচ্ছে,

صَنَعْتُ مَا شَرٌّ مِنْ بَرِّكَ أَعُوذُ اسْتَطَعْتُ مَا وَوَعَدَكَ عَهْدِكَ عَلَيَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا خَلَقْتَنِي أَنْتَ إِلَهٌ لَا رَبَّيَ أَنْتَ اللَّهُمَّ
«أَنْتَ إِلَّا التَّوْبُ يَعْفُرُ لَا فَإِنَّهُ لِي فَأَعْفُرْ تَنبِي لَكَ وَأَبُوءُ عَلَيَّ بِرِغْمِكَ لَكَ أَبُوءُ»

“হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম আর আমি সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল রয়েছি। আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি। যত অপরাধ করেছি সেগুলোও স্বীকার করছি। অতঃএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।”

ফযিলাত: “যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু’আটি (সাইয়েতুল ইস্তিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।” [সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬]

ইসলামিক আলো

[২১] তাকওয়া অর্জন করা

তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা বান্দাহকে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য করে। আর রমাদান মাস তাকওয়া নামক গুণটি অর্জন করার এক বিশেষ মৌসুম। কুরআনে এসেছে,

[١٨٣: البقرة] (١٨٣ تَتَقَوْنَ لِعَذَابِكُمْ فَالَّذِينَ عَلَى كُتُبٍ كَمَا صَيَّأُوا عَلَى كُتُبِ ءَامَنُوا الَّذِينَ أَهْلُهَا)

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো” [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৩]

[٢: الطلاق] (٢ مَخْرَجًا لَهُ يُجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ)

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। [সূরা তালাক : ০২]

[২২] ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা

ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা। এটি একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

: قَالَ ، وَعُمْرَةٌ حَجَّةٌ كَأَجْرِ لَهَا كَانَتْ رَعَتَيْنِ صَلَّى ثُمَّ ، الشَّمْسُ تَطْلُعُ حَتَّى اللَّهَ يَبْكُرُ فَقَدْ ثُمَّ جَمَاعَةٍ فِي الْعِدَاةِ صَلَّى مِنْ «تَامَةً تَامَةً تَامَةً : وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ»

যে ব্যক্তি ফজর জামাআত আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করবে, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ হাজ্জ ও উমারাহ করার প্রতিদান পাবে। [সুনান আত-তিরমিযী : ৫৮৬]

[২৩] ফিতরাহ দেয়া

এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্ছ্যতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেয়া আবশ্যিক। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«الصَّلَاةُ لِي النَّاسِ خُرُوجَ قَبْلِ الْفِطْرِ بِرُكَاةٍ أَمَرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ»

ইসলামিক আলো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৫০৩]

[২৪] অপরকে খাদ্য খাওয়ানো

রমাদান মাসে লোকদের খাওয়ানো, বিশেষ করে সিয়াম পালনকারী গরীব, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো বিরাট সাওয়াবের কাজ। কুরআনে এসেছে,

[৮ : الانسان] (৮ وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ عَلَىٰ عَمَلٍ يُطْعَمُونَ)

অর্থ: তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।
[সূরা আদ-দাহর: ৮]

এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে,

نُطْعِمُ: « قَالَ خَيْرُ الْإِسْلَامِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ هُمَاعِدَ اللَّهُ رَضِيَ عَمْرُو، بِنِ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ »
« تَعْرِفُ لَمْ وَمَنْ ، عَرَفَتْ مَنْ عَلَى السَّلَامِ وَتَقْرَأُ الطَّعَامِ ».

“আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া”
[সহীহ আল-বুখারী : ১২]

অপর বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে,

« الْجَنَّةُ ثَمَارُ مَنْ اللَّهُ أَطْعَمَهُ جُوعَ عَلَى مُؤْمِنًا طَعَمَ مُؤْمِنًا يَمًا »

“যে কোনো মুমিন কোনো ক্ষুধার্ত মুমিনকে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন।
[বাইহাকী, শু'আবুল ইমান : ৩০৯৮, হাসান]

[২৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১ : النساء] (١ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ أَوْفَقًا)

ইসলামিক আলো

“আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা: ১]

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«السَّلَامُ وَذُو أَرْحَامِكُمْ يُؤَا»

“সালাম বিমিয়ের মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক তরতাজা রাখা।” [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবওয়িয়্যাহ : ১৩]

[২৬] কুরআন মুখস্থ বা হিফয করা

কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা নিজেই কুরআন হিফযের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব মূলত বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানোর মাধ্যমেই সম্পাদন করেন। কুরআনে এসেছে,

(۹ : [الحجر]) ۹ لَخَطُّونَ لَهُ وَرَأَى الْكُرْ تَرْتَا نَحْنُ إِنَّا)

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফায়তকারী” -[সূরা আল-হিজর: ৯]

যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« تَقْرُوهَا آيَةٌ آخِرٌ عِنْدَ مَزَلِكٍ فَإِنَّ الدُّنْيَا فِي تَرْتَلُ كُنْتُ كَمَا وَرَتَّلُ وَارْتَقِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ لِصَاحِبٍ يَقَالَ ».

“কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে” -[সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]

[২৭] আল্লাহর যিকর করা

ইসলামিক আলো

এ মাসে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাসবীহ পাঠ করা। সময় পেলেই

﴿الله أكبر ، الله لا إله إلا الله ، الحمد لله ، الله سبحانه

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الله سبحانه : قال هُنَّ ، أَكْبَرُ وَاللهُ ، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، اللَّهُ مُذَوَّادٌ ، اللَّهُ سُبْحَانَ : أَرْبَعًا الْكَلَامِ مِنْ اصْطَفَى اللَّهُ إِنَّ هُنَّ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : قال هُنَّ ، تِلْكَ هُنَّ أَكْبَرُ اللَّهُ : قال هُنَّ ، سَيِّئَةٌ عَشْرُونَ عَنْهُ وَحُطَّتْ ، حَسَنَةٌ عَشْرُونَ لَهُ كُتِبَ »

অর্থ: “আল্লাহ তা’আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তাহলো الله سبحانه ، الله أكبر যে ব্যক্তি الله سبحانه পড়বে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি الله أكبر পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি الله لا إله إلا هو পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে رَبِّهِ الْحَمْدُ পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়”।
[মুসনাদ আহমাদ : ১১৩৪৫]

[২৮] মিসওয়াক করা

মিসওয়াকের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছে,

«لِلرَّبِّ مَرْضَاةٌ لِلْفَمِ مَطْهَرَةٌ السَّوَاكُ»

অর্থাৎ মিসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : ১৩৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেও মিসওয়াক করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়।

[২৯] একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো

রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَعْزُضُ يَسْلَخُ حَتَّى رَمَضَانَ فِي ذِيئَةٍ كُلِّ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ وَكَانَ »

ইসলামিক আলো

জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতেন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন ।

[৩০] কুরআন বুঝা ও আমল করা

কুরআনের এ মাসে কুরআন বুঝা ও আমল করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

(۳ : [الاعراف]) كُرُونْ تَذَّ مَا قَلِيلًا أَوْ لِيَاءَ ذُونِهِۦ ۚ مِنْ تَتَّبِعُوا وَلَا رَبَّكُمْ مِّنْ لَّيْكُمْ أَنْزَلَ مَا أَوْعَيْتَا

‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর’ -[সূরা আল-আ'রাফ : ৩]

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

« هَذِهِ فِي أَنْزَلَ مَا نَتَعَلَّمُ حَتَّى بَعْدَهُنَّ آتِي الْعَشْرُ نَعْلَمُ هَذَا آيَاتِ عَشْرٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ مِنْ نَتَعَلَّمُ كُنَّا »
« الْعَمَلُ مِنَ الْعَشْرِ »

‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’ [শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]

যা করণীয় নয়

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ইসলামিক আলো

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কুরআন খতম করা
7. জামা'আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ'আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা

প্রিয় পাঠক!

ইসলামিক আলো

রমাদান মাস পাওয়ার মত সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! আমরা যদি এ মাসের প্রতিটি আমল সুন্নাহ পদ্ধতিতে করতে পারি তবেই আমাদের রমাদান পাওয়া সার্থক হবে।
কেননা হাদীসে এসেছে,

«رَجُلٌ نَفَا وَرَعِمَ، لَهُ يُعْقَرُ ظَمْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ عَلَيْهِ أَتَى رَجُلًا نَفَا وَرَعِمَ»

“যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেলো অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না সে ধ্বংস হোক”
[শারহুস সুন্নাহ : ৬৮৯]।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার তাওফীক দিন। আমীন!

العالمين رب الله دالحم أن دعوانا وأخر – أجمعين وأصحابه اله وعلي محمد نبينا على الله صلى